পাঠ ৩

সংঘ

মূল ধারণা

- সংঘ এর সংজ্ঞা
- সংঘের বৈশিষ্ট্যাবলী
- সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে পার্থক্য
- অনুশীলন
- মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই পাঠটি পড়ে আপনি –

১. সংঘ কি তা জানতে পারবেন;
২. সংঘের বৈশিষ্ট্যসমূহ জানতে পারবেন;
৩. সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য কি তা জানতে পারবেন।

ভূমিকা :

কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যখন কিছু সংখ্যক লোক ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তাকে সংঘ বলে। সাধারণ অর্থে সংঘ বলতে বুঝায় এমন একটি জনসমষ্টি যারা সংগঠিত হয়ে কোন বিশেষ কাজ সম্পাদন করার জন্য তৎপর হবে। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজকাঠামোতে বিভিন্ন ধরনের সংঘ প্রত্যক্ষ করেছেন। একাধিক সংঘ একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

সংঘ : সংজ্ঞা ও ধারণা

সংঘ বলতে আমরা বুঝি যখন কিছু সংখ্যক লোক, যারা এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করে। সংঘ গঠনের পিছনে দুটি উপাদান ক্রিয়াশীল, যথা - অভিন্ন উদ্দেশ্য এবং সংগঠিত হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছা। যেমন, ফুটবল ক্লাব, শিক্ষক সমিতি, বণিক সমিতি ইত্যাদি।

সংঘের দুটি স্তরে বৈশিষ্ট্য, যথা - (ক) সদস্য (Membership) এবং (খ) অভিন্ন উদ্দেশ্য (Common object)

সংঘের সদস্য হতে হয়, এর ঘোষণা পত্র মেনে চলতে হয়, নিয়মিত চাঁদা দিতে হয় এবং সভায় উপস্থিত থাকতে হয়। একটা সমাজে অনেক সংঘ থাকতে পারে।

> এক বা একাধিক উদ্দেশ্যে যখন কোন গোষ্ঠী ঐক্য হয় তখন তাকে আমরা সংঘ বলতে পারি।

ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন গোষ্ঠী যখন সংগঠিত হয় তখন তাকে সংঘ বলে।

ম্যাকাইভার ও পেজের মতে মানুষ তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনটি পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

Scanned with CamScanner

১। মানুষ সমাজের অন্য কারোর সাথে যোগাযোগ না করে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নিন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্যোগ নিতে পারে। তবে এ ধরনের চেষ্টা অসামাজিক বলে বিবেচিত হয় এবং তা কদাচিৎ সফল হয়।

২। অনেক সময় মানুষ অন্যের সঙ্গে সংঘাত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার উদ্যোগ নিতে পারে। কিন্তু এতে অনেক সময় সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে, যদিও সংঘাত ও প্রতিযোগিতা সমাজ জীবনের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

৩। উদ্দেশ্য অর্জনে তৃতীয় পন্থাটি হলো সংঘবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার পথ অনুসরণ করা। অর্থাৎ মানুষ যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয় এবং সংঘ গড়ে তুলে তখনই তা সমাজের কল্যাণ সাধনে সহায়ক হয়।

ম্যাকাইভার ও পেজ এর মতে সংঘ হচ্ছে এমন একটি গোষ্ঠী যা অভিন্ন গোষ্ঠী স্বাথ চরিতার্থ করার জন্য গঠিত হয়। এ অর্থে আমরা কোন রাজনৈতিক দল এবং রাষ্ট্রকে সংঘ বলতে পারি। জিসবার্টের এর মতে "সংঘ হলো একটি মুখ্য গোষ্ঠী যা কোন বিশেষ বা কতক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত হয়।"

সংঘ সাময়িকভাবে সম্প্রদায় হতে পারে। পরিবার ও রাষ্ট্রকে সংঘ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। সংঘকে কোন কর্ম সম্পাদনের বাহনও (agency) বলা যায়। সে ক্ষেত্রে সংঘ একটি করপোরেশন সমতুল্য।

সমাজ জীবনে মানুষের চাহিদা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিচিত্র ধরনের। একক প্রচেষ্টায় মানুষের পক্ষে তার সব চাহিদা ও লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব। এই উদ্দেশ্যেই মানুষ সমবেত ভাবে এবং সহজে সমাজজীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গুলিকে বাস্তবায়িত করতে চায়।

অতএব আমরা উপরের আলোচনা থেকে বলতে পারি যে, মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই এবং বিচিত্র ধরনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই সংঘ গঠন করে।

সংঘের সদস্যদের উদ্দেশ্য অভিন্ন হতে হবে। উদ্দেশ্য এক বা একাধিক হতে পারে। প্রয়োজনে নতুন নতুন উদ্দেশ্যকে সমন্বিত করেও কার্যপরিচালনা করতে পারে।

নিম্নে সংঘের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত হলো ঃ –

১। সংঘের সদস্যদের উদ্দেশ্য অভিন্ন হতে হবে। উদ্দেশ্য এক বা একাধিক হতে পারে। প্রয়োজনে নতুন নতুন উদ্দেশ্যকে সমন্বিত করেও কার্যপরিচালনা করতে পারে।

২। সংঘের একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকবে। ফলে সদস্যদের গঠনতন্ত্র ও নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়।

৩। যে কোন ব্যক্তিকে কোন সংঘের সদস্য হতে হলে তাকে ঐ সংঘের বিধি বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার করে এর সদস্য হতে হবে।

৪। যদি সংঘের কোন সদস্য সংঘের আইন–কানুন ও নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কিংবা সংঘ থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত করা যেতে পারে।

৫। সংঘের মাধ্যমে মানুষের চাহিদা পূরণের বাস্তব প্রয়াস চালানো যায়।

৬। সংঘের সদস্য হওয়া বাধ্যতামুলক নয়।

৭। সংঘের সদস্যদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ থাকার প্রয়োজন নেই।

৮। সংঘ ক্ষণস্থায়ীও হতে পারে, আবার দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে, তবে তা নির্ভর করে সংঘের সদস্যদের ইচ্ছা, পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তার উপর।

৯। বিভিন্ন সংঘ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হতে পারে। যেমন, সমাজ কল্যাণমূলক, বিনোদনমূলক, এবং রাজনৈতিক অধিকারমূলক হতে পারে।

১০। সংঘ গঠন একটি ব্যক্তিগত উদ্দীপনার ব্যাপার। সংঘের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি সমমনা সদস্যদের নিয়ে সহজেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারে, যা অনেক ক্ষেত্রেই একা সম্ভব নয়।

Scanned with CamScanner

১১। সংঘের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য একটি কর্মনির্বাহী পর্ষদ ও গঠনতন্ত্র অপরিহার্য।

সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে পার্থক্য ঃ -

সংঘ হচ্ছে একটি ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টি, যা এক বা একাধিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তৎপর। আর সম্প্রদায় হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমষ্টি যারা তাদের অভিন্ন জীবন ধারার অংশীদার হয়ে একত্রে বসবাস করে।

আমরা জানি যে, সংঘ হচ্ছে একটি ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টি যা এক বা একাধিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তৎপর। আর সম্প্রদায় হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমষ্টি যারা তাদের অভিন্ন জীবন ধারার অংশীদার হয়ে একত্রে বসবাস করে।

নিচে সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো ঃ -

১। সংঘ কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে গঠিত হয়, যেমন ঃ - ক্রীড়াসংঘ

আর সম্প্রদায় হলো এমন একটি জনগোষ্ঠী যার সদস্যরা বিশেষ কোন স্বার্থের অনুসারী না হয়ে অভিন্ন জীবনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য একই এলাকায় বসবাস করে।

২। সংঘ কোন সম্প্রদায় নয়, বরং সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একটি সংগঠন মাত্র। যেমন, একটি গ্রাম বা শহরে অনেকগুলি সংঘ গড়ে উঠতে পারে। তাই বলা হয় সম্প্রদায় ব্যাপক আর সংঘ সীমিত সংগঠন।

৩। যে কোন ব্যাক্তির সংঘের সদস্য হওয়া স্বেচ্ছামূলক, কিন্তু জন্মগতভাবে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কোন ব্যাক্তি সম্প্রদায়ের সদস্যবলে বিবেচিত। একজন ব্যক্তি সংঘের সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে পারে। কিন্তু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সদস্যপদ স্থায়ী।

৪। সম্প্রদায় হচ্ছে একটি স্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠী। উহার উদ্দেশ্য একাধিক বা সামগ্রিক হতে পারে। সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে।

কিন্তু সংঘ ক্ষণস্থায়ী,তার উদ্দেশ্য ও স্বার্থের বাস্তবায়ন না হলে উহা নাও টিকতে পারে।

৫। সংঘের সদস্যরা উহার নীতি আদর্শ ও নিয়ম–কানুন মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যরা তাদের অভিন্ন স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকে মনে রেখে সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য ও রীতিনীতির মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

৬। সংঘের আইনগত অবস্থান রয়েছে। প্রয়োজনে সংঘের সদস্য বা সদস্যরা সংঘের কার্যক্রম বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

৭। সংঘের কোন আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। কিন্তু সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করতেই হবে।

৮। একজন ব্যক্তি যুগপৎ অনেকগুলি সংঘের সদস্য হতে পারে, কিন্তু একজন ব্যক্তি কেবল মাত্র একটি সম্প্রদায়ভুক্ত।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমরা লক্ষ্য করতে পরি যে, সংঘের কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রদায়ের তুলনায় সীমিত। সমাজের আংশিক কার্য সম্পাদনে সংঘ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। অপরপক্ষে, সম্প্রদায় সুনির্দিষ্ট এলাকার জনসমষ্টির অভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট। আবার উভয়ের কার্যক্রমের মাধে কোন কোন সময় সহযোগিতামুলক সম্পর্কও লক্ষ্য করা যায়। সেটা সংশ্লিষ্ট সমাজকাঠামো ও সামাজ ব্যবস্থার ধরনের উপর নির্ভরশীল।

অনুশীলনী ঃ ১ (Activity - 1) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

ম্যাকাইভার ও জিসবার্টের সংজ্ঞা দু'টো লিখুন ঃ

ম্যাকাইভার ঃ

Scanned with CamScanner

জিসবার্ট ঃ

অনুশীলনী ঃ ২ (Activity - 2) **সময় ঃ ১০ মিনিট**

সংঘের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন ঃ -

১.
২.
৩.
৪:
৫.

সারাংশ ঃ

সমাজবিজ্ঞানের প্রাথমিক প্রত্যয়সমূহের মধ্যে সম্প্রদায়ের মত সংঘও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। একদল লোক যখন এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সংঘবদ্ধ হয় তখন তাকে সংঘ বলে। সমাজের মানুষ সাধারণত তিনটি উপায়ে তার জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। যেমন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে, অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে, এবং সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সাথে সহযোগিতা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সংঘ গঠনের প্রধান দু'টি উপাদান কি কি ?
ক) সদস্যপদ ও অভিন্ন লক্ষ্য। খ) অভিন্ন উদ্দেশ্য ও সংগঠন।
গ) সামাজিক দায়িত্ব ও সংগঠন। ঘ) পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংগঠন।

২। কিভাবে সংঘের সদস্য হওয়া যায়?
ক) অপরের ইচ্ছায়। খ) জনগণের ইচ্ছায়।
গ) প্রচার মাধ্যমের প্রভাবে। ঘ) আপন ইচ্ছায়।

৩। একটি ব্যক্তি যুগপৎ কয়টি সংঘের সদস্য হতে পারে?
ক) একটি খ) দু'টি
গ) কয়েকটি ঘ) অসংখ্য

৪। সংঘের কি ধরনের ভিত্তি থাকা উচিত?
ক) আইনগত খ) প্রথাগত
গ) সম্প্রদায়গত ঘ) নীতিগত

Scanned with CamScanner

সামাজিক সঙ্ঘ আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা

বিগত শতাব্দীতে শিল্পায়নের ফলে সুদূরপ্রসারী সামাজিক পবিবর্তন দেখা দেয। এই পরিবর্তনের গতি ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া টনিজ, ডুর্কহেইম প্রমুখ সমাজ-তত্ত্ববিদগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রচলিত ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সামাজিক পরিবর্তনসমূহকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিবার চেষ্টা করেন এবং কয়েকটি সাধারণ তত্ত্বের অবতারণা করেন।1 কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সমাজকে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির দিক হইতে বিচাব করিবার ধারা পরিত্যক্ত হয়। ইহার পরিবর্তে সমাজকে আরও গভীরভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিবাব জন্য সামাজিক সম্বন্ধকে আরও বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিবার চেষ্টা করা হয়। এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে বর্তমান শতাব্দীতে বৃহদায়তন এবং ক্ষুদ্রায়তন সামাজিক সঙ্ঘ সম্পর্কে নানাদিক হইতে গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুবু হয়। সমাজের সংগঠন এবং প্রকৃতি বুঝিতে হইলে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সঙ্ঘের, বিশেষ করিয়া ক্ষুদ্রায়তন সঙ্ঘের, আকৃতি প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ক্ষুদ্র সামাজিক সঙ্ঘসমূহকে বিস্তাবিতভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা নানা দিক হইতে নির্দেশ করা যায়। প্রথমতঃ, সামাজিক সঙ্ঘ সমাজ ও ব্যক্তিব উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সঙ্ঘে যাহা ঘটে, যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং যেভাবে সঙ্ঘের কাজকর্ম পরিচালিত হয় তাহা সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। যে-কোন বিপ্লবী সঙ্ঘের পর্যালোচনা করিলে এই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। প্রত্যেক সমাজেই গণ-অভ্যুত্থান এবং বিপ্লবের পশ্চাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘের অবদান অনস্বীকার্য। হিটলার এবং মুসোলিনীর ক্ষমতা করায়ত্ত করার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা ক্ষুদ্র সঙ্ঘের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করার প্রথম সোপান অতিক্রম করেন। আবার সঙ্ঘভুক্ত ব্যক্তিগণ সঙ্ঘের কাজকর্ম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। শৈশবে এবং কৈশোরে মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করার ক্ষেত্রে পরিবার, শিক্ষায়তন, খেলাধূলার সাথী এবং ক্লাব জাতীয় সমিতির অপরিসীম প্রভাব রহিয়াছে। যৌবনে এবং বার্ধক্যে সঙ্ঘের গুরুত্ব হ্রাস পাইলেও একেবারে নিঃশেষিত হয় না। সুতরাং সমাজের গতি এবং প্রকৃতি বুঝিতে হইলে ক্ষুদ্রায়তন সঙ্ঘের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, সমাজে অনবরত নানা শক্তির আলোড়ন ঘটিয়া থাকে এবং এই আলোড়নের ঢেউ সর্বাগ্রে সামাজিক সঙ্ঘসমূহকে স্পর্শ করে। অতএব সামাজিক সঙ্ঘের পরি-প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শক্তির আলোড়ন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা

1 এই বিষয় সম্পর্কে তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হইযাছে।

Scanned with CamScanner

অপেক্ষাকৃত সহজ। এইভাবে সঙ্ঘ সম্পর্কিত আলোচনার ভিত্তিতে বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তির কি প্রতিক্রিয়া হয় বা ব্যক্তি কি ভাবে আচরণ করে তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং এই সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্বের অবতারণা করা যায়। তৃতীয়তঃ, শারীরবৃত্তে যেমন দেহের অসংখ্য ক্ষণস্থায়ী জীবাণুর গতিবিধি পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, ঠিক তেমনি সমাজতত্ত্বেও নানারকম দীর্ঘস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী সঙ্ঘের গঠন ও কাজকর্ম পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। চতুর্থতঃ, সঙ্ঘ-সমূহকে কেবল গোটা সমাজের অংশ হিসাবে গণ্য না করিয়া সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ (microcosm) হিসাবেও গণ্য করা যায়। সমাজের ন্যায় সঙ্ঘগুলিতে ক্ষুদ্রাকারে শ্রমবিভাগ, মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীবিভাগ, আদর্শবাদ, পরিচালকবৃন্দ ইত্যাদি দেখা যায়। সুতরাং সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া সমাজের গঠন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হয়।

সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

সব সমাজেই মানুষ নানারকম সঙ্ঘ গঠন করে এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সামাজিক জীবন যাপন করে। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ সঙ্ঘের মাধ্যমেই গড়িয়া উঠে। সমগ্র জীবন ধরিয়া সে নূতন নূতন সঙ্ঘে প্রবেশ করে এবং কিছুসংখ্যক পুরাতন সঙ্ঘ পরিত্যাগ করে। জীবনের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোন-না-কোন সামাজিক সঙ্ঘের সম্পর্ক রহিয়াছে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা হইল। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পাশ করিয়া একজন ছাত্র স্কুল (একটি সামাজিক সঙ্ঘ) পরিত্যাগ করিয়া কলেজে (নূতন সামাজিক সঙ্ঘ) প্রবেশ করে। আবার কলেজের পড়া শেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (আরেকটি সামাজিক সঙ্ঘ) অথবা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার অর্থই হইল নানারকম সামাজিক সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত হওয়া। সে যদি কোন ফ্যাক্টরীতে যোগ দেয়, তাহা হইলে তাহার বিভাগীয় (ডিপার্টমেণ্টের) লোকদের সঙ্গে বিভিন্ন সম্বন্ধাদিতে আবদ্ধ হয়। শ্রমিক সঙ্ঘে যোগ দিলে অন্য রকম সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। আমোদ প্রমোদ বা খেলাধূলার জন্য রিক্রিয়েশন ক্লাবে যোগ দিলে আবার অন্য রকমের সম্বন্ধাদি স্থাপিত হয়। এইভাবে জীবনের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করিলে সামাজিক সঙ্ঘের গুরুত্ব এবং প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরে বর্ণিত উদাহরণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্বে সামাজিক সঙ্ঘ বলিতে কি বুঝায় তাহা আলোচনা করা যায়। দুইটি শর্ত পূরণ হইলে যে-কোন জন-সমষ্টি সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, জনসমষ্টির অন্তর্গত লোকদের মধ্যে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধিকার, কর্তব্য এবং ভূমিকা সম্পর্কে যেন অবহিত থাকে। দ্বিতীয় শর্তটি হইল, সঙ্ঘের লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্পর্কে প্রত্যেকের সচেতন থাকা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে শ্রমিক সঙ্ঘকে সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ, শ্রমিক সঙ্ঘের সদস্যদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং দায়দায়িত্ব

Scanned with CamScanner

সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে এবং সঙ্ঘের লক্ষ্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কেও সদস্যগণ সম্পূর্ণ সচেতন। সুতরাং শ্রমিক সঙ্ঘের সদস্যদেব অনুরূপ আচরণ করিতে দেখা যায়। দুই বা ততোধিক লোককে লইয়া সামাজিক সঙ্ঘ গঠিত হইতে পারে। যেমন, যখন একজন পুরুষ এবং একজন নারী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরিবার গঠন করে, তখন সামাজিক সঙ্ঘেব সৃষ্টি হয়। দুই বা ততোধিক বন্ধু সাহিত্যচর্চার জন্য যদি নিয়মিত বৈঠকের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে পারস্পরিক ভাব আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকে সামাজিক সঙ্ঘ বলা যায়। ভৌগোলিক নৈকট্য ছাড়াও সামাজিক সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে পারে। নিয়মিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াও কিছুসংখ্যক লোক সামাজিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। বিশেষ কোন উদ্দেশ্যসাধনে সচেতনভাবে পাবস্পরিক প্রতিক্রিয়া জানা এবং প্রকাশ করার ব্যবস্থা থাকিলেই সামাজিক সঙ্ঘ গঠিত হইল বলা যায়। পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া জানিবার বা প্রকাশ কবিবার ব্যবস্থা না থাকিলে সামাজিক সঙ্ঘ গঠিত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কোন প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইতে পারি। প্রবন্ধের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আমাদের অনেক কিছু বলাব থাকিতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবিত না থাকায় আমাদের সমালোচনার উত্তরে তাঁহার প্রতিক্রিয়া জানিবার উপায নাই। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন সামাজিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অপর পক্ষে, কোন জীবিত লেখকের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিলে সামাজিক সঙ্ঘ গড়িয়া তোলা সম্ভব-পর। উপরের উদাহরণগুলি হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, সামাজিক সঙ্ঘ সুবিন্যস্তভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে (যেমন, পরিবার) অথবা অবিন্যস্তভাবে সংগঠিত হইতে পারে (যেমন, বৃদ্ধদের মজলিস বা সাহিত্যানুরাগী বন্ধুদের রবিবাসরীয় আসর)।

সম্ভাব্য সঙ্ঘের (Quasi or potential group) সঙ্গে তুলনা করিলে সামাজিক সঙ্ঘেব প্রকৃতি আরও পরিষ্কার হইবে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অভিরুচি, অনুরাগ এবং স্বার্থের মিল রহিয়াছে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সচেতনভাবে তাঁহাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াকে সংগঠিত রূপ দেওয়া না হয় ততদিন তাঁহাদের যৌথভাবে সম্ভাব্য সঙ্ঘ বলা যাইতে পারে। সম্ভাব্য বলার অর্থ হইল, তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক সঙ্ঘ গঠন করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, অথচ সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয় নাই। কিন্তু যখনই বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহের শিক্ষকগণ সমিতিবদ্ধ হইলেন, তখনই সামাজিক সঙ্ঘের সৃষ্টি হইল। সমাজে নানারকম সম্ভাব্য সঙ্ঘ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন পাড়ার বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী অথবা যুবক-যুবতীগণকে পৃথক পৃথক সম্ভাব্য সঙ্ঘ বলা যায়। তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কোন সংগঠনের মাধ্যমে এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিলেই সামাজিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যেমন, বালক সঙ্ঘ কিশোর সঙ্ঘ, বা যুবক সঙ্ঘ। অনুরূপভাবে, কোন বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর লোকেরা সম্ভাব্য সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ সম্ভাব্য সঙ্ঘের গুরুত্ব আলোচনা করিতে গিয়া

Scanned with CamScanner

বলেন যে, অনেক সামাজিক সঙ্ঘের মধ্যেই একাধিক সম্ভাব্য সঙ্ঘ থাকিতে পারে এবং সামাজিক সঙ্ঘের স্থিরত্ব এবং নমনীয়তা অনেকাংশে সম্ভাব্য সঙ্ঘের কার্য-কলাপের উপর নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে জনসনের বক্তব্যের একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হইল : "Potential groups are a great source of flexibility and stability. They exert influence at all times because actual groups fear them. It is especially important that they can be activated in support of the rules of fair play.....We shall not appreciate the full importance of potential group unless we realise that their influence is felt within every actual group. Then we must realise that they cut across many actual groups, thus being great latent sources of power.....In short, 'potential groups' are a form of social control latent in every group and in the society as a whole. They remind us of the great importance of the press and other channels by which publicity is given to people's actions."1 অর্থাৎ যদি কোন সামাজিক সঙ্ঘের কর্মকর্তারা সঙ্ঘের নীতি বা আদর্শ উপেক্ষা করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বা কাজ করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সেই সামাজিক সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত সম্ভাব্য সঙ্ঘ সম্মিলিত হইয়া কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে বা কাজ হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করিতে পারে। সামাজিক সঙ্ঘকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সম্ভাব্য সঙ্ঘের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। যে কোন রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রণালী এবং কাজকর্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সম্ভাব্য সঙ্ঘ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সব ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সঙ্ঘ উদ্দেশ্যসাধনে কৃতকার্য না-ও হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের প্রভাব অনস্বীকার্য।

সামাজিক সঙ্ঘের শ্রেণী বিভাগ

সামাজিক সঙ্ঘের গঠন এবং লক্ষ্যসম্পর্কিত বৈচিত্র্য পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(১) সামাজিক সঙ্ঘে প্রবেশ করিবার বিভিন্ন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া শ্রেণী বিভাগ করা হয়। প্রবেশ করিবার জন্য তিনটি পদ্ধতি অনুসৃত হইতে পারে। একটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে-সব সামাজিক সঙ্ঘ গঠিত হয়, সেই সঙ্ঘগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কোন ক্রীড়া সঙ্ঘে যোগদান করা ইচ্ছামূলক। উদ্দেশ্য পূরণ হইয়া গেলে অথবা প্রত্যাশিত সুযোগ-সুবিধা না পাইলে সেই সঙ্ঘ পরিত্যাগ করাও ইচ্ছামূলক। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি শর্তাধীন। বিশেষ শর্ত পূরণ না করিলে সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। জাতিভেদ প্রথার ভিত্তিতে

1. Harry M. Johnson : Sociology. Pages 387-388

Scanned with CamScanner

যদি কোন সঙ্ঘ গঠিত হয় এবং বিশেষ একটি জাতির মধ্যে সদস্যভুক্তি সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তাহা হইলে অন্য জাতির লোকের পক্ষে উক্ত সঙ্ঘে প্রবেশ করা অসম্ভব। তৃতীয় পদ্ধতিটি নির্বাচন-সাপেক্ষ। অনেক সামাজিক সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে হইলে আবেদন করিতে হয। আবেদনকারীর অন্তর্ভুক্তি সঙ্ঘের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হইবে মনে করিলে তাহাকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়।

(২) সঙ্ঘের সদস্যসংখ্যার ভিত্তিতেও শ্রেণী বিভাগ করা হয়। এই শ্রেণীতে তিন রকম সঙ্ঘের কথা ভাবা যায়। প্রথমটি হইল যুগল সঙ্ঘ (Dyad)। যুগল সঙ্ঘ নানারকমের হইতে পারে। যেমন, বিবাহিত দম্পতি, মা ও সন্তান, বন্ধুদ্বয়, ব্যবসায়ে জড়িত অংশীদারদ্বয় প্রভৃতি। যুগল সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা পারস্পরিক স্নেহ, ভালবাসা, অভিরুচি বা স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। সুতরাং একজন বন্ধন ছিন্ন করিলে যুগল সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া যায়। কোন কোন যুগল সঙ্ঘ সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। যেমন, দম্পতির ক্ষেত্রে বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ পর্যন্ত পারস্পরিক সম্পর্ক নানাভাবে সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টি হইল ত্রয়ী বা ব্যক্তিত্রয়ের মিলিত সঙ্ঘ (Triad)। এই প্রকার সঙ্ঘের তাৎপর্য আলোচনা করিতে গিয়া সিমেল (Simmel) বলেন: "In groups of three, the third person may act as a mediator, as a holder of the balance of power, or as a divider who creates conflicts that destroy any sense of unity between any two of the persons". অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির ভূমিকা অনেক রকম হইতে পারে। দুইজনের মধ্যে কোন বিরোধ বাধিলে মধ্যস্থতা করা, ক্ষমতা লইয়া দ্বন্দ্ব হইলে ভারসাম্য বজায় রাখা, অথবা দুইজনের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্রয়ের মিলিত সঙ্ঘ বিশেষ কার্যকর হয়। যেখানে কোন সমস্যার সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দুইজন ব্যক্তি পরস্পরবিরোধী দুইটি মত প্রকাশ করিলে তৃতীয় ব্যক্তি বিবদমান বিষয়ের তীব্রতা হ্রাস করিয়া ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করে। তৃতীয়টি হইল তিনের অধিক ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত সঙ্ঘ। সদস্য-সংখ্যার পার্থক্যের উপর ভিত্তি করিয়া এইরূপ সঙ্ঘকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন এবং অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন সঙ্ঘ। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সঙ্ঘ আলোচনা করিবার সময় ক্ষুদ্রায়তন এবং বৃহদায়তন সঙ্ঘ বিবেচিত হইবে।

(৩) কোন বিশেষ সামাজিক সঙ্ঘের সদস্যভুক্ত হওয়া বা না-হওয়ার ভিত্তিতে সামাজিক সঙ্ঘকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। একটিকে অন্তঃ সামাজিক সঙ্ঘ (In-group) এবং অপরটিকে বহিঃ সামাজিক সঙ্ঘ (Out-group) বলা হয়। আমরা যে-সঙ্ঘের সদস্যভুক্ত এবং যে-সঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে আমরা পারস্পরিক প্রীতি, সহানুভূতি ও আনুগত্যের বন্ধনে গভীরভাবে আবদ্ধ, সেই সঙ্ঘ আমাদের অন্তঃ সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অন্তঃ সামাজিক সঙ্ঘ হইতে গেলে সদস্যভুক্তিই একমাত্র শর্ত নহে, সঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি

Scanned with CamScanner

ও সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক থাকাও প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ নিজ পরিবার হইল তাহার অন্তঃ সামাজিক সঙ্ঘ। শিক্ষায়তনের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হইলে শিক্ষায়তনও তাহাদের অন্তঃ সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

পক্ষান্তরে, যে-সঙ্ঘের আমরা সদস্যভুক্ত নহি এবং যে-সঙ্ঘ সম্পর্কে আমরা উদাসীন অথবা বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করি, সেই সঙ্ঘকে আমাদের বহিঃ সামাজিক সঙ্ঘ বলা যায়। এই ক্ষেত্রেও সদস্য না-হওয়া একমাত্র শর্ত নহে। সঙ্ঘ সম্পর্কে আমাদের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যখন কোন সঙ্ঘ সম্পর্কে উদাসীনতা বা বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ পাইবে, তখন সেই সঙ্ঘ বহিঃ সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়া গণ্য হইবে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে বহিঃ সামাজিক সঙ্ঘের উদাহরণ প্রায়ই পাওয়া যায়। সাধারণতঃ আমরা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রীড়া সঙ্ঘের প্রতি উদাসীন এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া থাকি।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা যে-সঙ্ঘের সদস্যভুক্ত সেই সঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে প্রীতি ও সহানুভূতিপূর্ণ সম্বন্ধ না-ও থাকিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধভাবাপন্ন হওয়াও বিচিত্র নহে। এই ক্ষেত্রে আলোচ্য সঙ্ঘ আমাদের অন্তঃ সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়া গণ্য হয় না। ইহাকে বলা হয় **membership reference group** অথবা নামে মাত্র সসস্য নির্দেশক সঙ্ঘ। আবার যে-সঙ্ঘের আমরা সদস্যভুক্ত নহি, সেই সঙ্ঘের সদস্যদের সম্পর্কে কোন বিরুদ্ধ ভাব পোষণ না-ও করিতে পারি। এই প্রকার সঙ্ঘ আমাদের বহিঃ সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়া গণ্য হয় না। ইহাকে বলা হয় **non-membership reference group** অথবা অ-সদস্য নির্দেশক সঙ্ঘ।1

(৪) সঙ্ঘের সদস্যদের পদমর্যাদায় উচ্চতর এবং নিম্নতর শ্রেণীতে ভাগ করা বা না-করার ভিত্তিতেও সামাজিক সঙ্ঘকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যে-সঙ্ঘে ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগের (**hierarchical**) নীতিতে সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে, সেই সঙ্ঘকে **patterned group** বা বিধিবৎ সুবিন্যস্ত সঙ্ঘ বলা হয়। যখন কোন ফুটবল বা ক্রিকেট টিম প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে, তখন টিমের ম্যানেজার, পেশাদার শিক্ষক, ক্যাপ্টেন এবং অন্যান্য খেলোয়াড়দের ভূমিকা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা থাকে। ইহাকে বিধিবৎ সুবিন্যস্ত সঙ্ঘ বলা হয়। জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের এই জাতীয় সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসিতে হয়। যখনই সঙ্ঘকে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হয়, তখন এইভাবে সংগঠন না করিলে সঙ্ঘের পক্ষে সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব।

যে-সঙ্ঘে সদস্যদের মধ্যে সমতা স্বীকৃত হয় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক যথানিয়মের ধারাবর্জিত (**informal**), সেই সঙ্ঘকে **non-patterned group** বা বিধিবর্জিত অবিন্যস্ত সঙ্ঘ বলা হয়। যেখানে নূতন কিছু সৃষ্টি বা উদ্ভাবন করা সঙ্ঘের লক্ষ্য, সেখানে এই জাতীয় সঙ্ঘের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। সদস্যগণ যদি নির্ভয়ে এবং

Scanned with CamScanner

নিঃসংকোচে মতামত ব্যক্ত করিতে না পারেন, তাহা হইলে সঙ্ঘের পক্ষে সৃজনমূলক কাজ করা সম্ভব হয় না। কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে হুকুম জারী করিলে সৃজনী প্রতিভার উন্মেষ ঘটে না। ইহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াই অনেক ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কাজে নিযুক্ত কর্মীদের যথাসম্ভব বিধিবর্জিত ধারা অনুযায়ী সঙ্ঘবদ্ধ করা হয়।

(৫) সঙ্ঘের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি অনুযায়ী সামাজিক সঙ্ঘকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। একটিকে বলা হয় primary group বা প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘ এবং অপরটিকে বলা হয় secondary group বা পরোক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘ। এই দুই প্রকার সামাজিক সঙ্ঘ সম্পর্কে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ কুলি (C. H. Cooley) তাঁহার Social Organisation (1909) নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁহার আলোচনার সূত্র ধরিয়া পরবর্তী কালে অন্যান্য সমাজতত্ত্ববিদ নানা দিক হইতে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন। কুলি এবং তাঁহার পরবর্তী সমাজতত্ত্ববিদদের আলোচনার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদানগুলির উল্লেখ করা যায়। (১) প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে এই সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে। সঙ্ঘভুক্ত ব্যক্তিবর্গ পরস্পর পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন এবং এই পরিচয়ের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। (২) প্রত্যক্ষ পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পক্ষে অনুকূল শর্ত হইল সঙ্ঘের গণ্ডী সীমিত রাখা। সেইজন্য স্বল্পসংখ্যক সদস্য থাকা এই জাতীয় সঙ্ঘের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। (৩) ব্যক্তিগত সান্নিধ্য এবং সাহচর্য লাভ করা এই সঙ্ঘের প্রধান লক্ষ্য। ব্যক্তিই মুখ্য। ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত সাহচর্য যদি গৌণ বলিয়া গণ্য হয় এবং অন্য কোন উদ্দেশ্য প্রাধান্য পায়, তাহা হইলে এই প্রকার সঙ্ঘকে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘ বলা অনুচিত। কোন বিক্রয়কারী বাজার বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তির সান্নিধ্য এবং সাহচর্য কামনা করিতে পারে এবং ব্যক্তিগত পরিচয় স্থাপন করিতেও পারে। কিন্তু এই ধরনের সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘ বলা সঙ্গত হইবে না। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত পরিচয় উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য নহে। (৪) এই প্রকার সঙ্ঘ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়িয়া উঠে; আনুষ্ঠানিকভাবে কোন চুক্তি বা অঙ্গীকারের ভিত্তিতে নহে। যেখানে ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগত সাহচর্য মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে ব্যক্তিগত আকর্ষণই সঙ্ঘের উদ্ভবের প্রধান কারণ। কোন কারণে ব্যক্তিগত আকর্ষণ দুর্বল হইলে সঙ্ঘের পরিসমাপ্তি ঘটে। (৫) এই প্রকার সঙ্ঘের স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সম্বন্ধ নানারকম আবেগ এবং স্মৃতি-বিজড়িত হওয়ার ফলে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হওয়া স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রকার সম্বন্ধ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিলেও

Scanned with CamScanner

কালক্রমে উদ্দেশ্যসিদ্ধি গৌণ হইয়া দাঁড়ায়। ইহাও এই জাতীয় সঙ্ঘকে অধিকতর স্থায়িত্ব প্রদান করে। (৬) সাধারণতঃ এই প্রকার সঙ্ঘে কোন রকমের আনুষ্ঠানিক সংগঠন থাকে না। কারণ, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য এই প্রকার সঙ্ঘ স্থাপিত হয় না।

উপরে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘের যে-সব বৈশিষ্ট্য বিবৃত করা হইল, তাহাদের সব কয়টির অস্তিত্ব বাস্তবক্ষেত্রে না-ও পাওয়া যাইতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাস্তবের সংস্পর্শমুক্ত আদর্শস্বরূপ বলিয়া গণ্য করা যায়। সমাজ-জীবনে এই বৈশিষ্ট্যগুলি অংশতঃ পরিবর্তিত হইতে পারে এবং হওয়া স্বাভাবিক। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বৈশিষ্ট্যগুলি যে-ভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহা হইতে স্বভাবতই ধারণা জন্মে যে, প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সম্বন্ধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়িয়া উঠিবার পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক থাকে না। কিন্তু বাস্তবে ইহা সত্য না-ও হইতে পারে। প্রত্যেক সমাজেই জীবন-ধারাগত আদর্শ এবং মূল্যবোধ দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। একজন পুরুষ একজন নারীর সঙ্গে কি অবস্থায় কি শর্তে এবং কতটুকু অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে ইহা সম্পূর্ণরূপে জীবন-ধারাগত আদর্শ দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই ক্ষেত্রে সমাজের বিধি অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুযায়ী আচরণ করা সম্ভব নহে। অনুরূপভাবে, সমাজ-নির্দিষ্ট বিধির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া আমাদের সব রকম পারস্পরিক সম্বন্ধাদি স্থাপন করিতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া অনেকে এই প্রকার সঙ্ঘকে organised primary group বা সুবিন্যস্ত প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়া অভিহিত করেন।

এই প্রকার সামাজিক সঙ্ঘের উদাহরণ দিতে গিয়া কুলি বলিয়াছিলেন : "The most important spheres of this intimate association and co-operation are the family, the play-group of children, and the neighborhood or community group of elders." অর্থাৎ পরিবারে, শিশুদের ক্রীড়া সঙ্ঘে, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে অথবা বয়স্কদের মজলিসে প্রত্যক্ষ পরিচয় গড়িয়া উঠিবার প্রশস্ত সুযোগ থাকে। কিন্তু কেবল মাত্র এই জাতীয় ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘ সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া ভাবা সঙ্গত হইবে না। কলেজ হোস্টেলে, কারখানায়, আপিসে, সৈন্য-বাহিনীতে, এমন কি জেলখানায় কয়েদীদের মধ্যে, এই প্রকার সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। এইসব বৃহৎ জনবহুল সংস্থাগুলিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আইনকানুন প্রবর্তন করিয়া পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করা হইলেও প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে অনেক রকম সঙ্ঘ অবিন্যস্তভাবে গড়িয়া উঠে। এই সঙ্ঘগুলিতে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। হোস্টেলে শতাধিক আবাসিকের মধ্যে পাঁচ সাতজন করিয়া পৃথক পৃথক অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। ভোজন-কক্ষে, খেলার মাঠে, সিনেমায় এবং আলোচনা-

Scanned with CamScanner

চক্রে তাহাদের এক সঙ্গে চলাফেরা করিতে দেখা যায়। অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনাও নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হোস্টেল পরিত্যাগ করার অনেক পরেও তাহাদের মধ্যে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয় না। যাঁহারা সৈন্যবাহিনী, জেলখানা, আপিস বা কারখানা সম্পর্কে গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা এইরূপ সঙ্ঘের অস্তিত্ব দেখিতে পাইয়াছেন।

উপরের উদাহরণগুলি হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই প্রকারের সঙ্ঘ মূলতঃ মানুষের স্বভাবজাত। প্রীতি এবং ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, অন্তরঙ্গ পরিবেশে মনকে মুক্তি দেওয়া, অন্তরের গোপন দুঃখ ও আনন্দে অন্যকে শরিক করা মানুষের সহজাত বৃত্তি। সেইজন্য প্রায় প্রত্যেকের জীবনে শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে এবং বার্ধক্যে এই প্রকার অন্তরঙ্গ সঙ্ঘের অস্তিত্ব দেখা যায়।

সমাজ-জীবনে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। প্রথমতঃ, জ্ঞান হওয়ার পর হইতেই শিশুরা পরিবার এবং খেলার সঙ্গী সাথীদের মধ্যে সর্বপ্রথম সমাজ-জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। সমাজের আদর্শ, মূল্যবোধ, সমাজে কি করণীয়, কি গ্রহণযোগ্য এবং কি বর্জনীয় প্রভৃতি সব কিছু সামাজিক আচার-ব্যবস্থা আমাদের অন্তরঙ্গ সঙ্ঘ হইতে আমরা শিখিয়া থাকি। এই প্রকার সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য হইল যে, প্রীতি ও ভালবাসার সম্বন্ধ থাকায় আমরা খুব স্বচ্ছন্দে (অনেক সময় সম্পূর্ণ অজানিতভাবে) সামাজিক আচার-ব্যবস্থাসমূহ আয়ত্ত করিতে পারি। খুব সহজে এবং স্বচ্ছন্দে শিখি বলিয়াই এই প্রকার শিক্ষা আমাদের মজ্জাগত হইয়া যায়। এক কথায় বলা যায়, প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সঙ্ঘ দ্বারা আমাদের সামাজিক সত্তা গঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রাপ্ত বয়স্কদের জীবনেও এই প্রকার সঙ্ঘের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। এই দিকটি ঘটনাচক্রে আবিষ্কৃত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাসপাতালগুলিতে মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীর তুলনায় মানসিক রোগের চিকিৎসকের সংখ্যা অল্প ছিল। এই অবস্থায় রোগীদের পৃথকভাবে তত্ত্বাবধান করা সম্ভব ছিল না। প্রত্যেক ডাক্তারকে সমষ্টিগতভাবে কিছুসংখ্যক রোগীর তত্ত্বাবধান করিতে হইত। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর কয়েক মাসের মধ্যেই রোগীদের মধ্যে অপ্রত্যাশিত উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া হাসপাতালের কর্তৃপক্ষগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ পাওয়ায় তাহাদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে মানসিক হাসপাতাল ছাড়াও সাধারণ হাসপাতালে **primary group therapy** বা রোগীদের সমষ্টিগতভাবে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই পদ্ধতিতে অনেক ক্ষেত্রে রোগীদের আরোগ্য ত্বরান্বিত হইয়াছে। হাসপাতালে ইহার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশে জেলখানায় কয়েদীদের পুনর্বাসনের জন্যও এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তরুণ-তরুণীদের দুষ্কৃতিপ্রবণতা প্রতিরোধ এবং সংশোধন করার জন্য এই

Scanned with CamScanner

পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন হইয়াছে। সমাজসেবার ক্ষেত্রে Social Group Work নামক নূতন একটি ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সঙ্ঘের গুরুত্ব অপরিসীম। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই প্রকার সঙ্ঘের সাহায্যে কর্মীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, দক্ষতা, মনোবল এবং উৎসাহ অটুট রাখার চেষ্টা করা হয়। সমাজতত্ত্ববিদগণ বহু গবেষণালব্ধ তথ্য বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জনবহুল কোন সংস্থায় শান্তি, শৃঙ্খলা বা উৎসাহ বজায় রাখিতে গেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সঙ্ঘের মাধ্যমে অগ্রসর হইলে এইরূপ প্রচেষ্টা অপেক্ষাকৃত সহজে এবং কার্যকরভাবে সফল হইবে। এইসব গবেষণা Industrial Sociology নামক সমাজতত্ত্বের একটি নূতন শাখা গড়িয়া তুলিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হইলেও ইহা অনস্বীকার্য যে, একদিকে যেমন আমরা প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সঙ্ঘের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি, অন্যদিকে তেমনই এই প্রকার সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবার উপযুক্ত পরিবেশ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ভাব আদান-প্রদানের সুযোগ-সুবিধা এবং যানবাহনের উন্নতি হওয়ায় আমাদের ভৌগোলিক সচলতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই পরিবর্তিত অবস্থায় পাড়া-প্রতিবেশী বা নিকট আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পূর্বের মত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাহা ছাড়া, বর্তমান যুগের জীবনযাত্রা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া পড়ায় আমাদের চাহিদা পূরণ করিবার জন্য বৃহদায়তন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে হয় এবং আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুনের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং পরোক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘের উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই বলিলেই চলে।

পরোক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সংক্ষেপে এই প্রকার সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য বিবৃত করা হইল। (১) সঙ্ঘভুক্ত ব্যক্তিগণ পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন না। এক-মাত্র পরোক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে এই প্রকার সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে। (২) প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সঙ্ঘের তুলনায় এই জাতীয় সঙ্ঘে সদস্য সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। (৩) এই প্রকার সঙ্ঘ বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্যই মুখ্য, ব্যক্তিগত সম্বন্ধ গৌণ। সঙ্ঘের সদস্যগণ যখন মিলিত হন, আনুষ্ঠানিকভাবে কাজকর্ম সম্পাদন করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে; ব্যক্তিগত পরিচয় বা সাহচর্য গৌণ স্থান অধিকার করে। (৪) আনুষ্ঠানিক নিয়মাবলীর ভিত্তিতে এই প্রকার সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে। যখন কোন বিশেষ স্বার্থে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হয়, তখন বিধিবদ্ধ বিন্যাস সংস্থা স্থাপন করা হয়। (৫) পরোক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে এই প্রকার সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে বলিয়া ইহার স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কম হওয়া স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত পরিচয়ে যে-প্রকার মানসিক বন্ধনের সৃষ্টি হয়, পরোক্ষ পরিচয়ে তাহার সম্ভাবনা থাকে না। তাহা ছাড়া, প্রয়োজন চরিতার্থ করা এই জাতীয় সঙ্ঘের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব প্রয়োজন মিটিয়া যাইবার পর পরিচয়ের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে।

Scanned with CamScanner

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করা যায়। বৃহদায়তন কলেজগুলিতে ছাত্র-সংখ্যা এত বেশি যে ছাত্রদের নিজেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় গড়িয়া উঠিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে একজন অপর জনকে বিশেষ শ্রেণীর নম্বরধারী ছাত্র হিসাবেই জানে। নামধাম জানিবার অবকাশ হয় না। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কেও একই ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রগণ কেবল শিক্ষকের নামের আদ্য অক্ষর জানে এবং তাহাদের নিকট শিক্ষকের পরিচয় এই আদ্য অক্ষরেই সীমাবদ্ধ থাকে। শিক্ষকগণও ছাত্রদের নামধাম জানেন না। জানা সম্ভবও নহে। শ্রেণীর ক্রমিক সংখ্যার সাহায্যে ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যক্তি হিসাবে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েই পরস্পরের নিকট অপরিচিত। কয়েক বৎসর এক শিক্ষায়তনে অতিবাহিত করার পরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়িয়া উঠে না। পঠন-পাঠন একমাত্র লক্ষ্য। ব্যক্তিগত সান্নিধ্য বা সাহচর্য গৌণ স্থান অধিকার করে। ইহার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠ শেষ হইয়া গেলে ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষায়তনের বা শিক্ষকের কোন সংস্রব থাকে না। আমরা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে কাজকর্ম করার জন্য পরোক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে যোগাযোগ স্থাপন করি। কর্মক্ষেত্রেও শিক্ষায়তনের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কাজকর্মের স্বার্থে যাহাদের সঙ্গে যতটুকু পরিচয় প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু পরিচয় স্থাপিত হয় এবং তাহাও অত্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে। কাজকর্মের পরিসমাপ্তির সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষীণ যোগসূত্রও বিচ্ছিন্ন হয়। যখন কোন নাটক দেখিতে যাই, সেখানে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সঙ্গে আমাদের পরোক্ষ পরিচয় ঘটে। তাহার অভিনয়ের চাতুর্য বা বৈশিষ্ট্য, তাহার বাচন ভঙ্গি এবং দর্শকদের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা ইত্যাদি সব কিছুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। অভিনেতাও দর্শকদের দর্শক হিসাবেই জানেন, ব্যক্তি হিসাবে নহে। আমাদের বিভিন্ন পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ সম্পর্কই পরোক্ষ পরিচয়ভিত্তিক। জটিল সমাজ-ব্যবস্থায় ইহা অনিবার্য।

সামাজিক সঙ্ঘের সংহতি

সমাজস্থ লোক ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত থাকে। যেমন, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, অথবা রাজনীতিক কারণে তাহারা বিশেষ কোন সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে একই সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকিতে পারে। যেমন, প্রীতি এবং ভালবাসার বন্ধন, নিরাপত্তার প্রয়োজন, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে আমরা পরিবারের সঙ্গে যুক্ত থাকি।

এই বিষয়টি অন্যভাবে প্রকাশ করা যায়। আমাদের প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণ করে বলিয়াই সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়। যতদিন আমাদের প্রয়োজন পূরণ করিতে

Scanned with CamScanner

পারিবে ততদিন সংঘ টিকিয়া থাকিবে। সুতরাং আমাদের অভাব পূরণ করার উপর ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু অস্তিত্ব বজায় রাখা এক কথা এবং সংঘের সদস্যদের ঐক্য সূত্রে বিধৃত করিয়া রাখা আরেক কথা। সদস্যদের ঐক্য-সূত্র দৃঢ় না হইলে সংঘের কার্যকারিতা অনেক কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, ভিন্ন ভিন্ন সদস্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন চরিতার্থ হয় বলিয়া পরিবার টিকিয়া থাকে। কিন্তু পরিবারভুক্ত লোকদের মধ্যে যদি সদ্ভাব না থাকে, তাহা হইলে পরিবারের বুনিয়াদ দুর্বল হয় এবং পরিবারের কার্যকারিতা হ্রাস পায়। সেইজন্য সংঘের সংহতি অথবা সংঘভুক্ত লোকদের মধ্যে ঐক্যসূত্র কিভাবে সুদৃঢ় করা যায় ইহা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

অনুকূল পরিবেশে সংহতি গড়িয়া উঠে এবং কয়েকটি উপাদানের (components) সাহায্যে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এখানে আমরা তিনটি উপাদানের উল্লেখ করিতে পারি।

প্রথম উপাদান হিসাবে ডুর্কহেইম-এর আলোচনার অনুসরণে যান্ত্রিক সংহতি এবং সাংগঠনিক সংহতির উল্লেখ করিতে হয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সমাজের শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করিবার সময় এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, চিন্তাধারা, কাজকর্ম, মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকার জন্য যান্ত্রিক সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরস্পরনির্ভরশীল শ্রমবিভাগের ফলে সাংগঠনিক সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংহতির উপযুক্ত পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে উভয় প্রকার ব্যবস্থারই গুরুত্ব রহিয়াছে। যে-সমাজে সংহতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সেই সমাজে সংঘের সংহতিও অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয় উপাদান হিসাবে মৌল বিষয়ে (যেমন, মূল্যবোধ) ঐকমত্যের উল্লেখ করা যায়। সমাজে মৌল বিষয়ে যত বেশি মতৈক্য পরিলক্ষিত হইবে, সেই অনুপাতে সংহতির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হইবে। ইহার ফলে সামাজিক সংঘ গুলিতেও বন্ধন সুদৃঢ় হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

তৃতীয় উপাদান হিসাবে মনোবল বা আত্মবিশ্বাসের (morale) উল্লেখ করিতে হয়। ইহা এক প্রকার মানসিক অবস্থা। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, সন্তোষ, অসন্তোষ, এবং নানা রকম ভাবপ্রবণতা এই প্রকার মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। সমাজস্থ লোকের মনোবল এবং আত্মবিশ্বাস সংহতি দৃঢ়তর করিতে সক্ষম।

উপরোক্ত তিনটি উপাদান সংহতির অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। কিন্তু কোন বিশেষ সংঘের সংহতির কয়েকটি উপকরণ থাকা বা না-থাকার উপর সংঘের সংহতির তারতম্য হয়।

উপকরণগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে সংঘের আয়তনের উল্লেখ করিতে হয়। সাধারণ-ভাবে বলা যায় যে, সংঘের আয়তন যত সীমিত হইবে সংহতি তত দৃঢ় হইবে, এবং আয়তন যত বিস্তৃত হইবে সংহতি তত দুর্বল হইবে। সংঘের আয়তন

Scanned with CamScanner

অনুযায়ী সংহতির তারতম্য হওয়ার অনেক কারণ আছে। অল্পসংখ্যক সদস্য-বিশিষ্ট সঙ্ঘকে কোন কাজের জন্য যত সহজে সক্রিয় করা যায়, অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক সদস্য থাকিলে তত সহজে পারা যায় না। তাহা ছাড়া, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের পরিধিও তদনুযায়ী বৃদ্ধি পায়। দুইজন ব্যক্তি রাম এবং শ্যামের মধ্যে মাত্র একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক (রাম + শ্যাম) প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু যখনই তৃতীয় ব্যক্তি যদু প্রবেশ করিল তখনই ব্যক্তিগত সম্পর্কেব সংখ্যা তিনে দাঁড়াইল (রাম + শ্যাম, রাম + যদু, শ্যাম + যদু)। চতুর্থ ব্যক্তি প্রবেশ করিলে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সংখ্যা ছয় দাঁড়াইবে। এইভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, সদস্যদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা তত হ্রাস পায়।

দ্বিতীয় উপকরণ হইল সঙ্ঘের সদস্যদের ভৌগোলিক সচলতা। যখন কোন ব্যক্তি বা পরিবার বাসস্থান পরিবর্তন করে, তখন পুরাতন বাসস্থানেব সন্নিকটবর্তী সঙ্ঘসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আবার নূতন বাসস্থানের সন্নিকট-বর্তী সঙ্ঘসমূহের সঙ্গে নূতনভাবে সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হয এবং স্বভাবতই ইহা সময়সাপেক্ষ। সেইজন্য ভৌগোলিক সচলতা যত বৃদ্ধি পায, সঙ্ঘের সংহতি তদনুযায়ী ব্যাহত হয়।

সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন দিক হইতে মিল বা সঙ্গতি থাকা বা না-থাকার উপর সঙ্ঘের সংহতি নির্ভব করে। ধর্ম, ভাষা, আচাব-আচরণ এবং আহার-বিহাবে যত বেশি মিল থাকে, সঙ্ঘের সংহতি সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আবার বিভিন্ন দিক হইতে যত পার্থক্য থাকে, সংহতি দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। ইহাকে সংহতির তৃতীয উপকরণ বলা যায়।

উপরে আমরা সামাজিক সঙ্ঘের জন্য অনুকূল উপাদান এবং উপকরণের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছি। ইহার তাৎপর্য একটি উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মৃত্তিকা হইল ঘটের উপাদান। আনুষ্ঠানিক পূজায় বিগ্রহ-স্বরূপ যে ঘট ব্যবহৃত হয়, তাহার উপাদান হিসাবে মৃত্তিকা অপরিহার্য। কিন্তু আনুষ্ঠানিক পূজায় অন্যান্য উপকরণ না থাকিলে পূজা সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। অথচ বিগ্রহস্বরূপ ঘট না থাকিলে উপকরণের কোন প্রয়োজন থাকে না। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন উপাদানের সমাবেশে যদি সংহতির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র উপকরণসমূহ সংহতি আনিতে বা রক্ষা করিতে পারে না।

Scanned with CamScanner